দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14/3/83 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 1 ...

023

৮৭ সালে শিক্ষিতের হার ৫০ ভাগে নিতে হবে : মজিদ

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান পাঁচ বছরের মধ্যে ১৯৮৭ সাল নাগাদ দেশে 'শিক্ষা পুনর্বাসন' ও শিক্ষিতের হার শতকরা ৫০ ভাগ নিশ্চিত করতে সরকারের দৃঢ় সংকল্পের কথা বৃহস্পতিবার পুনরায় উল্লেখ করেন;

ধর্মপ্রচারকের উৎসাহ নিয়ে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালাতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে ডঃ খান বলেন শিক্ষার শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে যা অপরাপর খাতের উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে পারে তজ্জন্যে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকার সার্বিক সাহায্য প্রদান করছে।

গতকাল বিকেলে ঢাকায় শিক্ষা-ভবনে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের উন্নীত থানার শিক্ষা অফিসারদের উদ্দেশে ভাষণদানকালে শিক্ষামন্ত্রী তাঁদেরকে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে এ ব্যাপারে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করতে বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন দেশের স্বাধীনতার পর থেকে প্রতি বছর জাতি শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় করছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এক্ষেত্রে কোনই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

অধিকন্তু এ বছরও সরকার শুধু মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্যই প্রায় ৫৯ কোটি টাকা ব্যয় করছে।

ডঃ খান বলেন, কষ্টার্জিত যে সম্পদরাজি শিশুদের উৎসাহিত করতে ও শিক্ষা সম্প্রসারণে দেয়া হচ্ছে তা অবশ্যই যথাযথভাবে কাজে লাগাতে হবে। তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ১৯৮৭ সাল নাগাদ শিক্ষিতের হার শতকরা ৫০ ভাগ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে জাতি আরও ১০ বছর পিছিয়ে পড়বে।

ডঃ খান উন্নীত থানার অফিসারদের তাঁদের স্ব স্ব থানাকে শিক্ষা সম্প্রসারণের মডেল হিসাবে গড়ে তুলতে বলেন এবং পিতামাতা শিক্ষক ছাত্র সমিতি গড়ে তুলে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে গ্রামের মিলন কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে বলেন।

যথাক্রমে ছাত্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্য পুস্তক ও সরঞ্জামাদির প্রকৃত চাহিদার সঠিক তথ্যাদির প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে মন্ত্রী বলেন এসব ব্যাপারে বরাদ্দকৃত সম্পদরাজির আর অপচয় বরদাস্ত করা হবে না।